বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন

Bangladesh Chess Federation

তৃতীয় তলা, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

৬২/৩ পুরানা পল্টন

ঢাকা-১০০০

গঠনতন্ত্র (Constitution)

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। শিরোনাম অধিক্ষেত্র	১
২। অধিক্ষেত্র	১
৩। সদর দপ্তর পতাকা ও প্রতীক	১
৪। সংজ্ঞা	১
৫। কার্যপরিধি	১,২
৬। এফিলিয়েটেড সংস্থা	২
৭। সাধারণ পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবলী	৩
৮। কার্যনির্বাহী কমিটি	৪,৫
৯। ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের নির্বাচন পদ্ধতি	৫,৬
১০। কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৬,৭
১১। উপকমিটি	৮
১২। তহবিল	৮
১৩। অর্থ বৎসর	৮
১৪। পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা	৮
১৫। খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল	৮
১৬। খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ	৮
১৭। বিধি ও উপবিধি	৮
১৮। সংশোধনী	৮,৯
১৯। আপীল কর্তৃপক্ষ	৯
২০। গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	৯
২১। গঠনতন্ত্রের কার্যকারিতা	৯

সৈয়দ শাহাবুদ্দীন শামীম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন, ঢাকা।

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

১। শিরোনাম ঃ

এই গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন সংক্ষেপে বিসিএফ নামে অভিহিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশে দাবা খেলার কার্যক্রম এই ফেডারেশনের আওতাধীন থাকিবে।

২। অধিক্ষেত্রঃ

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন (অতঃপর ফেডারেশন বলিয়া অভিহিত) বাংলাদেশ দাবা খেলার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশ ইহার অধিক্ষেত্র হইবে।

৩। সদর দপ্তর, পতাকা ও প্রতীক ঃ

অত্র ফেডারেশনের সদর দপ্তর রাজধানী ঢাকাতে অবস্থিত হইবে। ফেডারেশনের একটি নিজস্ব পতাকা ও প্রতীক (Monogram) থাকিবে যাহা কার্যনিবাহী কমিটি, সাধারণ পরিষদ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদনক্রমে তৈরী হইবে।

৪। সংজ্ঞাঃ

৪.১ বিশেষভাবে উলে- খিত না হইলে এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত "ফেডারেশন" বলিতে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনকে বুঝাইবে।

৪.২ গঠনতন্ত্র বলিতে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের এই গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।

৪.৩ "জেলা" "উপজেলা/থানা" "বিভাগ" প্রভৃতি দ্বারা প্রশাসনিক জেলা,উপজেলা/থানা, বিভাগকে বুঝাইবে।

৪.৪ অঞ্চল বলিতে বি,সি,এফ কর্তৃক নির্ধারিত এলাকা বুঝাইবে।

৪.৫ "সদস্য-সংস্থা বলিতে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সঙ্গে এফিলিয়েটেড দাবা সংস্থা সমূহকে বুঝাইবে।

৪.৬ "সাধারণ পরিষদ" বলিতে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদকে বুঝাইবে।

৪.৭ "কার্য নির্বাহী কমিটি" বলিতে "বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের কার্য নির্বাহী কমিটিকে বুঝাইবে।

৪.৮ "দাবা" বলিতে ফিদে অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী (বিসিএফ অনুসৃত) পরিচালিত দাবা খেলাকে বুঝাইবে।

৪.৯ বিধি,উপ-বিধি বলিতে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন প্রণীত অথবা অনুমোদিত দাবা খেলা সংগঠন ও পরিচালনার আইন-কানুনকে বুঝাইবে।

৪.১০ ফিদে (FIDE) বলিতে বিশ্ব দাবা সংস্থা বা FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS কে বুঝাইবে।

৫।কার্যপরিধি ঃ

ফেডারেশনের কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে ঃ

৫.১ সমগ্র বাংলাদেশে দাবা খেলার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিকল্পনা,প্রসার,প্রচার,উন্নয়ন,নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।

৫.২ সংশিষ্ট আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক ফেডারেশন হইতে স্বীকৃতি/অনুমোদন গ্রহন।

৫.৩ জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার দাবা সংক্রান্ত কার্যক্রম অনুমোদন।

৫.৪ দাবা প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৫.৫ বাংলাদেশে দাবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের সমকক্ষতা অর্জন।

৫.৬ জাতীয়,আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন।

৫.৭ দাবা অলিম্পিয়াডসহ বিশ্ব দাবা সংস্থার বিভিন্ন ইভেন্ট ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা সমূহে জাতীয় দল ও শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করা।

৫.৮ দুঃস্থ দাবা খেলোয়াড়দের কল্যাণে তহবিল গঠন ও সুবিধাদি প্রদান।

৫.৯ অধিভূক্ত ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থা সমূহকে মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান।

৫.১০ দাবা খেলা জনপ্রিয় করণের লক্ষ্যে এতদবিষয়ে পুস্তক,পুস্তিকা,স্মরনিকা,সিডি প্রকাশ ও প্রচার।

৫.১১ দাবার বিভিন্ন ধারার হালনাগাদ অগ্রগতি অনুধাবন ও অনুসরনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়দের জন্য কম্পিউটার সুবিধাদির ব্যবস্থা করা।

৫.১২ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দাবা খেলার উপর সেমিনার,সিম্পোজিয়াম,ওয়ার্কসপ,আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন ও অংশগ্রহন।

৫.১৩ অধিভূক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/সংগঠক/খেলোয়াড়দের সুশৃংখল আচরণ নিশ্চিত করণ।

৫.১৪ বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং উহাদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করণ।

৫.১৫ আঞ্চলিক/ সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের এতদসংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রতিপালন।

৫.১৬ নিজস্ব বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে দাবা প্রতিভা অন্বেষন কর্মসূচী এবং তাহাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন।

৫.১৭ স্বল্প মূল্যে দাবা সরঞ্জাম বিভিন্ন সংগঠন/সংস্থা/খেলোয়াড়দের সরবরাহ করণ।

৫.১৮ দাবা খেলার সর্বশেষ আন্ড়র্জাতিক আইন-কানুন প্রচার,প্রকাশ ও অনুসরন নিশ্চিত করণ।

৫.১৯ উপরিবর্নিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সহায়ক হইতে পারে এরূপ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন।

৬। এফিলিয়েটেড সংস্থাঃ

৬.১_বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের অনুসৃত নীতিমালা সমগ্র দেশে দাবা খেলার প্রসারে এবং মান-উন্নয়নে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মূল্যবান অবদান রক্ষাকারী জেলা,বিভাগ,সেনা,নৌ,বিমান বাহিনী,পুলিশ,রাইফেল,আনসার ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড,সংস্থা,বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন দাবা সমিতি ও ক্লাব দাবা ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েটেড হওয়ার আবেদন করতে পারিবে। আবেদন বিসিএফ এর নীতিমালা অনুযায়ী করিতে হইবে।

৬.২ এ্যাফিলিয়েশন ফিঃ ফেডারেশনের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা সমূহকে এ্যাফিলিয়েশন ফি হিসেবে বাৎসরিক ৩০০/= (তিনশত) টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। এ্যাফিলিয়েটেড জেলা/বিভাগ/সংস্থা/ক্লাব সমুহকে ফেডারেশন কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা মানিয়া চলিতে হইবে।

সৈয়দ শাহাবুদ্দীন শামীম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন, ঢাকা।

৭। ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদঃ

৭.১ বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে। উক্ত সাধারণ পরিষদ এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহের মধ্যে জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে বিগত চার বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে দুইবার অংশগ্রহন এবং/অথবা সংশি- ষ্ট সংস্থা/সংগঠন/বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশীপ আয়োজন এবং/অথবা ফেডারেশন অনুমোদিত দাবা প্রশিক্ষন কর্মসূচী আয়োজন সাপেক্ষে নিম্নবর্নিত সংস্থা সমূহ ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবে ঃ

(১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

(২) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

(৩) বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

(৪) বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

(৫) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

(৬) বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

(৭) বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

(৮) বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বাদে)।

(৯) প্রত্যেক বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা হতে একজন করে প্রতিনিধি।

(১০) প্রত্যেক জেলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে একজন প্রতিনিধি।

(১১) ঢাকা মহানগরী দাবা প্রথম বিভাগ লীগে অংশগ্রহনকারী সকল দলসমূহ, সর্বশেষ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিভাগ দাবা লীগের শীর্ষস্থান প্রাপ্ত ৫টি দলসমূহের একজন করিয়া প্রতিনিধি।

(১২) নির্বাচনের পূর্ববর্তী সর্বশেষ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

(১৩) বিশ্ব দাবা সংস্থায় এবং এশীয় বা জোনের নির্বাহী কমিটিতে কার্যরত বাংলাদেশীয় প্রতিনিধি তার কার্যকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

(১৪) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি।

(১৫) দাবা খেলা পরিচালনাকারী আর্বিটারস (জাজেজ) এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি।

(১৬) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের একজন প্রতিনিধি (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)

(১৭) স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠকবৃন্দ

৭.২ সাধারণ পরিষদের মনোনীত সদস্য সমূহঃ

৭.২.১ দাবা খেলার মানোন্নয়ন/বিস্তারের লক্ষ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত খ্যাতনামা দাবা সংগঠক/জাতীয় দলের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের মধ্য হইতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৭.২.২ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পর্বে বিশ্ব দাবা সংস্থা কর্তৃক সর্বশেষ প্রকাশিত রেটিং তালিকা অনুযায়ী শীর্ষস্থানীয় ৫ (পাঁচ) জন খেলোয়াড় সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে গন্য হইবেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে তাহারা নির্বাহী কমিটির কোন পদে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবেন না।

পৃষ্ঠাঃ ৩

সৈয়দ শাহাবুদ্দীন শামীম

৭.৩ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৭.৩.১ কার্যনির্বহী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী বিবেচনা ও অনুমোদন দান।

৭.৩.২ সভাপতি ব্যতীত কার্যনির্বাহী কমিটির সকল পদের নির্বাচন।

৭.৩.৩ সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন দান।

৭.৩.৪ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালেন্স শিট পরীক্ষা ও অনুমোদন দান।

৭.৩.৫ অডিটর নিয়োগ ও সম্মানী নির্ধারণ।

৭.৩.৬ ফেডারেশনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন।

৭.৩.৭ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ফেডারেশনের নতুন সদস্য ভুক্তির আবেদন অনুমোদন।

৭.৩.৮ ফেডারেশনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহনের বিষয় বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৭.৪ সাধারণ পরিষদের সভাঃ

৭.৪.১ সাধারণ পরিষদের সময়সীমার মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অন্ততঃ দুইটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভার জন্য ১৫ (পনের) দিন আগে সকল সদস্যের ঠিকানায় পত্র পাঠাইয়া সাধারণ সম্পাদক এই সভা আহ্বান করিবেন।

৭.৪.২ সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল শেষে অথবা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ফেডারেশনের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এ সভার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে সকল কাউন্সিলরকে পত্র পাঠাইয়া সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

৭.৪.৩ প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে।

৭.৫ তলবী সভাঃ সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অনুরোধে সভাপতি তলবী সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

৭.৫ সভার কোরামঃ সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা নির্বাহী কমিটি সভা/উপ-কমিটির সভায় মোচ সদস্যের এক তৃতীয়াংশ কোরাম হিসেবে বিবেচিত হইবে। কোন কারণে কোন সভা মূলতবী হইলে পরবর্তী ডাকা উক্ত মূলতবী সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

৮। কার্যনির্বাহী কমিটি

৮.১ ফেডারেশনের নির্বাহী কর্তৃত্ব পরিচালনার জন্য নিম্নোলি- খিত কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে ঃ

সভাপতি	ঃ	১ জন
সহ-সভাপতি	ঃ	৪ জন
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	১ জন
যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ	২ জন
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ জন
সদস্য	ঃ	১৬ জন
		মোট =২৫ জন

৮.২ বিশেষ শর্তাবলী৮

৮.২.১. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অধ্যাদেশ এর ২০ ধারা অনুযায়ী ফেডারেশনের সভাপতি সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

৮.২.২ সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা ক্রমে জরুরীক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উহা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

৮.২.৩ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮.২.৪ সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক এবং সদসবৃন্দের জ্যেষ্ঠতা তাদের ভোট প্রাপ্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

৮.২.৫ নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নব-নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে হইবে। অন্যথায় ১৬তম (ষোল) দিন হইতে এই নব-নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

৮.২.৬ নির্বাচনের পর কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটি নিজ সদস্য অথবা সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে উক্ত পদ পূরণ করিবে।

৯। ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

৯.১ ফেডারেশনের নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে। ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে এই নির্বাচন কমিশন গঠন করা হইবে।

৯.২ এই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বিধিমালা প্রনয়ণ, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করন, সিডিউল প্রদান সহ অন্যান্য ব্যবস্থাদি গ্রহন পূর্বক নির্বাচনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

৯.৩ এই গঠনতন্তে অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যাহাই বর্নিত থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারণ-সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা ব্যতিরেকেও ভোটারদের একটি নির্দিষ্ঠ স্থানে আহ্বান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিতে পারিবে।

৯.৪ নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির কার্যকাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইবার পর কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে চার বৎসর মেয়াদী হইবে।

৯.৫ সদস্যপদ বাতিলঃ

৯.৫.১ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা সাধারণ পরিষদের কোন সদস্য অত্র গঠনতন্ত্র অথবা ফেডারেশনের শৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হইলে,কার্যনির্বাহী কমিটি তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা প্রণয়ন করতঃ তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমানিত হইলে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং/অথবা সাধারন পরিষদ হইতে তাহাকে অপসারন করা যাইবে।

৯.৫.২ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্য উপর্যুপরি তিনটি সভায় উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে প্রথমতঃ তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখা করিবার জন্য সর্বোচ্চ ত্রিশ দিন সময় দিয়া নোটিশ দেওয়া হইবে। এই সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ও সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে।

৯.৬ উপযুক্ত উপায়ে সৃষ্ট শূন্যপদ উপধারা - ৮.২.৬ এ বর্ণিত উপায়ে পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

সৈয়দ শাহাবুদ্দীন শামীম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন, ঢাকা।

৯.৭ সভা আহ্বানঃ

৯.৭.১ সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সাধারণভাবে ৭ (সাত) দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন। তবে জরুরী পরিস্থিতিতে সভাপতির নির্দেশে ২৪ ঘন্টার নোটিশে সাধারণ সম্পাদক জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৯.৭.২ প্রতি কার্যবৎসরে কার্যনির্বাহী কমিটির কমপক্ষে ৬ (ছয়) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১০। কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

১০.১ সভাপতি ঃ

১০.১.১ ফেডারেশনের সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

১০.১.২ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সাধারণ সভা, জরুরী সভা ও বিশেষ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাশীল হইবেন এবং কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে উভয় পক্ষে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সূচক (কাষ্টিং) ভোট প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

১০.১.৩ তিনি রীতি নীতি অনুযায়ী সুষ্ঠু পরিবেশে সভা পরিচালনা নিশ্চিত করিবেন। সভা পরিচালনাকালীন সময়ে সভার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

১০.১.৪ সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভা, জরুরী সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানে ব্যর্থ হইলে তিনি উক্ত সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১০.১.৫ তিনি দেশের সরকারী পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন/এশিয়ান দাবা ফেডারেশন এর অধিভূক্ত ফেডারেশন/এসোসিয়েশন এর সভাপতিদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগক্রমে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের অবস্থান ও ভাবমূর্তি উন্নত করিবার লক্ষ্যে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

১০.১.৬ তিনি ফেডারেশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য সকল সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১০.১.৭ ফেডারেশনের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

১০.১.৮ তিনি ফেডারেশনের মর্যাদা রক্ষা এবং উপযুক্ত নীতি নির্ধারণে যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ফেডারেশনের বাৎসরিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা এবং গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন করিবেন।

১০.২ সহ-সভাপতি ঃ

১০.২.১ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি ধারা - ১০.১ বর্ণিত কার্যনির্বাহ করিবেন।

১০.২.২ সভাপতির অনুপস্থিতিতে জেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সকল সভা পরিচালনা করিবেন।

১০.২.৩ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০.৩ সাধারণ সম্পাদক ঃ

১০.৩.১ তিনি ফেডারেশনের নির্বাহী ও প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১০.৩.২ সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভা ও সাধারণ পরিষদের সকল সভার নোটিশ সুনির্দিষ্ট আলোচ্য সূচীসহ প্রদান করিবেন।

সৈয়দ শাহাবুদ্দীন শামীম

১০.৩.৩ সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১০.৩.৪ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত (বলী) বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত(বলী) সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য সভার কার্যবিবরণীর নিবন্ধ (Minute's Register) সংরক্ষণ করিবেন।

১০.৩.৫ তিনি ফেডারেশনের বার্ষিক কর্মপঞ্জী প্রস্তুত ও অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে দাখিল করিবেন।

১০.৩.৬ তিনি কোষাধ্যক্ষের সহিত যৌথভাবে ফেডারেশনের বার্ষিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করিয়া আয় ব্যয়ের খসড়া বাজেট প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে পেশ করিবেন।

১০.৩.৭ তিনি ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও অন্যান্য খাতে দৈনন্দিন খরচাদি নিজে অথবা ফেডারেশন কর্তৃক মনোনীত কোন কমিটির মাধ্যমে করিতে পারিবেন।

১০.৩.৮ তিনি ফেডারেশনের জরুরী কার্যাদি সম্পাদন এবং দৈনন্দিন খরচাদির জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী-অগ্রিম তহবিল (Imprest Fund) রাখিতে পারিবেন।

১০.৩.৯ তিনি আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন এবং এশিয়ান দাবা ইউনিয়ন এর অধিভূক্ত ফেডারেশন/এসোসিয়েশনের স্বার্থ সংশি- ষ্ট ও অন্যান্য আন্ড়র্জাতিক দাবা কর্মকান্ডের সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া স্থানীয় দাবার মান্নোনয়নের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

১০.৩.১০ তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ফেডারেশন/এসোসিয়েশনের নিকট হইতে চ্যাম্পিয়নশীপ/টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের প্রাপ্ত আমন্ত্রণ পত্রাদি যথাসময়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করিবেন।

১০.৩.১১ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিদেশে দল বা কোন কর্মকর্তা প্রেরণের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হইলে তিনি এতদ্সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন।

১০.৩.১২ তিনি দেশে দাবার সার্বিক মনোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১০.৪ যুগ্ম-সম্পাদক ঃ

১০.৪.১ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক উপ-ধারা ৮.৩.২ এ বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

১০.৪.২ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটি ধারা - ৮.৩ বর্ণিত কার্যাবলী নিয়মানুসারে যুগ্ম-সম্পাদকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন।

১০.৫ কোষাধ্যক্ষ ঃ

১০.৫.১ কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব বহন করিবেন।

১০.৫.২ তিনি আয়-ব্যয়ের হিসাবের যথাযথ সংরক্ষণ এবং আর্থিক শৃংখলা বিধান নিশ্চিত করিবেন।

১০.৫.৩ তিনি ফেডারেশনের বাৎসরিক খরচাদি হিসাব সময়মত কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদিত হিসাব প্রতিবেদন নিরীক্ষা করাইয়া অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবেন।

১০.৫.৪ তিনি ফেডারেশনের বাৎসরিক খরচাদির হিসাব নিরীক্ষা করাইবার লক্ষ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট নিরীক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করিবেন।

সৈয়দ শাহাবুদ্দীন শামীম
সাধারণ সম্পাদক

১১। উপকমিটিঃ কার্যনির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের কর্মসূচী,খেলা ও অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন এবং তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করিয়া দিবে।

১২। তহবিল ঃ

ফেডারেশনের সকল তহবিল ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে সংরক্ষিত হইবে। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যুগ্মভাবে উক্ত হিসাব পরিচালনা করিবেন। ফেডারেশনের তহবিল হতে টাকা উত্তোলনের সময় কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর বধ্যতামূলক থাকিবে তবে কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সভাপতি তার পরিবর্তে চেক স্বাক্ষর করতে পারেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতেও সভাপতি চেক স্বাক্ষর করতে পারবেন।

১৩। অর্থ বৎসর ঃ

প্রত্যেক বৎসরের ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কাল ফেডারেশনের অর্থ বৎসর হিসাবে পরিগণিত হইবে।

১৪। পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা ঃ

ফেডারেশনের হিসাব নিরীক্ষা নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদিত হইবে ঃ

১৫.১ ফেডারেশনের অর্থ বৎসর শেষ হইবার ৬০ দিনের মধ্যে আয়-ব্যয়ের বার্ষিক নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই হিসাব ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৫.২ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হিসাব এবং হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৫। খেলোয়াড়দের কল্যাণ তহবিল ঃ

দুঃস্থ/নিঃস্ব দাবা খেলোয়াড়/সংগঠকদের সাহায্যার্থে ফেডারেশন প্রদর্শনী খেলার আয়োজনের মাধ্যমে অথবা অন্যবিধ উপায়ে আইনানুগ পন্থায় খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

১৬। খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ ঃ

সকল দাবা খেলোয়াড়দেরকে অত্র ফেডারেশন কর্তৃক প্রণীত বিধি/উপবিধি অনুযায়ী এবং কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারিত ফি সহ নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে এবং এই নিবন্ধন নবায়নযোগ্য হইবে।

১৭। বিধি ও উপবিধি ঃ

এই গঠনতন্ত্রের বিধানাবলীর যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগের জন্য ফেডারেশন প্রয়োজন অনুসারে বিধি/উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। সংশোধনী ঃ

১৮.১ বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের এই গঠনতন্ত্র এবং ইহার যে কোন ধারা বা উপধারা কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশ ক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে সংশোধন/বাতিল করা যাইবে। গঠনতন্ত্রে কোন নতুন ধারা/উপধারা সংযোজনের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।

১৮.২ এই সংশোধনী প্রস্তাব সভার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সব সদস্যের কাছে প্রেরণ করিতে হইবে।

সৈয়দ শাহাবুদ্দীন শামীম
সাধারণ সম্পাদক

১৮.৩ ফেডারেশনের সকল অধিভূক্ত সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা/বা সংশি- ষ্ট ব্যক্তি/সংগঠন কোন বিরোধের বিষয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার ভিত্তিতে অথবা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করিবে। এই ক্ষেত্রে ফেডারেশন এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করা যাইতে পারে। মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সকল পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। আপীল কর্তৃপক্ষ ঃ

১৯.১ উপ-কমিটি কর্তৃক আরোপিত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে (ব্যাক্তিগত বা দলগত) নির্বাহী কমিটির কাছে লিখিতভাবে আপীল করা যাইবে এবং অনুরূপ ভাবে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদে আপীল করা যাইবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। আপীল পর্যালোচনাক্রমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯.২ এই আপীল দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল না করা হইলে ইহা বিবেচনাযোগ্য হইবে না।

১৯.৩ খেলা চলাকালীন সময়ে বিচারক/পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল গ্রহনযোগ্য হইবে না।

২০। গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঃ

এই গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি অথবা এই গঠনতন্ত্রের ধারা/উপধারা সম্পর্কে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা গ্রহনযোগ্য হইবে।

২১। গঠনতন্ত্রের কার্যকারিতাঃ

২১.১ এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

২১.২ অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য না।

সমাপ্ত

সৈয়দ শাহাবুদ্দীন শামীম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ক্রিকেট ফেডারেশন, ঢাকা।